জি-ফুরোসেমাইড

(ফুরোসেমাইড বিপি)

উপস্থাপন :

জি-ফুরোসেমাইড টেবলেট :	প্রতি টেবলেটে রয়েছে ফুরোসেমাইড বিপি ৪০ মিঃ গ্রাঃ
জি-ফুরোসেমাইড ইনজেকশন :	প্রতি ২ মিলিলিটার এম্পুলে রয়েছে ফুরোসেমাইড বিপি ২০ মিঃ গ্রাঃ

বিবরণ :

ফুরোসেমাইড এনথ্রানিলিক এসিড হতে প্রাপ্ত। শরীর থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করতে মূত্রবর্ধক ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কার্যবিধি :

ফুরোসেমাইড মূলত লুপ অব হেনলী ও প্রক্সিমাল টিউবুল থেকে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড এর পুনঃ শোষণে (Re-absorption) বাধা দেয়।

জি-ফুরোসেমাইড খাওয়ার ১ ঘন্টার মধ্যেই প্রস্রাব বেড়ে যায় এবং ১ থেকে ২ ঘন্টার মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণে পৌছে। ৬ থেকে ৮ ঘন্টা পর্যন্ত এর কার্যকারিতা বজায় থাকে।

জি-ফুরোসেমাইড শিরামধ্যে ইনজেকশনের ৫ মিনিটের মধ্যেই প্রস্রাব বৃদ্ধি পেয়ে আধঘন্টার মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণে পৌছে এবং এর কার্যকারিতা ২ ঘন্টাকাল স্থায়ী হয়। মাংসপেশীতে ইনজেকশনের ফলাফল কিছুটা বিলম্বিত ও দীর্ঘায়িত হয়।

ব্যবহার নির্দেশক :

শোথরোগ – কনজেসটিভ হার্ট ফেইলিউর, যকৃতের সিরোসিস, নেফরোটিক সিনড্রোম ইত্যাদি কারণে শোথরোগ (Oedema, Ascities) দেখা দিলে জি-ফুরোসেমাইডের মত শক্তিশালী মূত্রবর্ধক মুখে খেতে দেয়া হয়।

ফুসফুসে শোথ (Pulmonary oedema) দেখা দিলে জি-ফুরোসেমাইড সহায়ক ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তীব্র ফুসফুসের শোথ (Acute pulmonary oedema)-এ দ্রুত ফললাভের জন্য শিরামধ্যে ইনজেকশন দেয়া হয়।

কোন কারণে রোগী ওষুধ খেতে অপারগ হলে অথবা অন্ত্রে এর পরিশোষণে বাধা থাকলে জি-ফুরোসেমাইড মাংসপেশীতে ইনজেকশন দেয়া যায়।

উচ্চ রক্তচাপ – এককভাবে অথবা উচ্চ রক্তচাপ বিরোধী অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে জি-ফুরোসেমাইড টেবলেট দেয়া যায়।

সেবন বিধি :

সাধারণত বয়স্কদের জন্য একটি টেবলেট (৪০ মিঃ গ্রাঃ) প্রতিদিন সকালে বা একদিন পর পর খেতে হবে। প্রয়োজনে ৬-৮ ঘণ্টা পরে ৪০ মিঃ গ্রাঃ বা একটি করে টেবলেট বাড়ানো যেতে পারে। সর্বোচ্চ ৬০০ মিঃ গ্রাঃ পর্যন্ত দেয়া যায়। প্রয়োজনে এক অথবা দুই এম্পুল (২০ অথবা ৪০ মিঃ গ্রাঃ) শিরামধ্যে অথবা মাংসপেশীতে ইনজেকশন দেয়া যায়। কমপক্ষে ২ ঘণ্টা পর আবার ইনজেকশন দেয়া যায়।

শিশুদের ক্ষেত্রে ১-৩ মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজি ওজনের জন্য প্রতিদিন বা একদিন পর পর সকালে দিতে হবে।

সাবধানবাণী :

জি-ফুরোসেমাইড একটি প্রবলভাবে কার্যকর মূত্রবর্ধক ওষুধ। এটা মাত্রাতিরিক্ত গ্রহণ করলে প্রস্রাবের সঙ্গে অত্যাধিক পরিমাণে পানি ও ইলেকট্রোলাইট শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন রোগীর চাহিদা অনুযায়ী (বিশেষ করে বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে) এর মাত্রা চিকিৎসক নির্ধারণ করবেন।

ব্যবহার নিষেধ :

গর্ভাবস্থায়, প্রস্রাববদ্ধতায় (Anuria) ও যারা সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে জি-ফুরোসেমাইড ব্যবহার নিষিদ্ধ।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও সাবধানতা :

একবারে অতিরিক্ত মাত্রায় অথবা দীর্ঘকাল বিনা বিরতিতে জি-ফুরোসেমাইড ব্যবহারে শরীরে ইলেকট্রোলাইট ও পানির ঘাটতি দেখা দিতে পারে। ফলে দুর্বলতা, শরীর ব্যথা, পিপাসা, ক্ষিধে কম ইত্যাদিসহ সোডিয়াম ও পটাশিয়াম অভাবজনিত অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

তাছাড়া বমিভাব, পাতলা পায়খানা, চোখে ঝাপসা দেখা, মাথা ঝিমঝিম, মাথা ব্যথা, বিভিন্ন ধরনের চামড়ার উপসর্গ, নিম্ন রক্তচাপ কদাচিৎ দেখা দিতে পারে। এপ্লাস্টিক এনিমিয়া অথবা রক্তে গ্রেনুলোসাইট, শ্বেতকণিকা ও প্লেটিলেট সংখ্যা কমে গেলে ফুরোসেমাইড গ্রহণ বন্ধ করতে হবে। রক্তে শর্করা ভাব ও সাময়িক কানে না শোনা ফুরোসেমাইডের অতি মাত্রা নির্দেশ করে। বৃক্কাশয়ের উপর বিষক্রিয়া করে এই ধরনের এন্টিবায়োটিক যেমন সেফালোস্পোরিন জাতীয়, জেন্টামাইসিন, স্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদি সহযোগে জি-ফুরোসেমাইড ব্যবহারে সাবধান হতে হবে। ডিজিটালিস গ্রহণকারী রোগীর ক্ষেত্রে ফুরোসেমাইড ডিজিটালিস এর বিষক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। লিভারের অচেতনতায় (Hepatic coma) ও বৃক্কাশয়ের অকৃতকার্যতায় (Renal failure) এর ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নয়। বহুমূত্র এবং যকৃত ও বৃক্কাশয়ের দুর্বলতায় জি-ফুরোসেমাইড সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

পুষ্টি :

ফুরোসেমাইড বৃক্কাশয়ের মাধ্যমে সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং ক্লোরাইড নিষ্কাশন বৃদ্ধি করে। ফলে শরীর থেকে পানি নিষ্কাশন বৃদ্ধি পায়। অনেক দিন ধরে অথবা উচ্চ মাত্রায় ফুরোসেমাইড ব্যবহারে শরীরে কখনো কখনো এ সকল ইলেকট্রোলাইট বিশেষ করে পটাশিয়ামের ঘাটতি হতে পারে। অতএব রোগীর আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী পটাশিয়াম যুক্ত বিভিন্ন ফলমূল ও তরিতরকারি যেমন : কলা, টমেটো, সবুজ শাকসবজি, কমলা, আলু ইত্যাদি খেতে নির্দেশ দিলে ঘাটতি পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না। রোগী মুখে খেতে না পারলে পটাশিয়াম লবণ অন্যভাবে দেয়া যেতে পারে।

সংরক্ষণ :

জি-ফুরোসেমাইড টেবলেট আলো-বাতাসের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। ঘরের শুকনো ও ঠান্ডা জায়গায় শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন।

প্যাকেজিং :

জি-ফুরোসেমাইড টেবলেট ৪০ মিঃ গ্রাঃ : ১০x১০ টেবলেট প্রতি কার্টুনে।

জি-ফুরোসেমাইড ইনজেকশন ২০ মিঃ গ্রাঃ/২ মিলিলিটার : ২ মিলি x ১০ এম্পুল প্রতি কার্টুনে।

দ্রষ্টব্য : চিকিৎসকের বিধি নির্দেশ ছাড়া বিক্রয় ও ব্যবহার নিষিদ্ধ।

দেশের স্বাস্থ্যের জন্যে

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ তালিকা এর অন্তর্ভুক্ত

প্রস্তুতকারক :

গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ লিঃ

মির্জানগর ভায়া সাভার ক্যান্টঃ, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪, বাংলাদেশ